৩১/

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 17 JAN 1993
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১৪

ছাত্র শিক্ষক ও অভিভাবক মহলে দারুণ উদ্বেগ

দেশের প্রায় ৩০ হাজার ছাত্রের বৃত্তি প্রদান বন্ধ

মোঃ আবদুর রহিম

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় সারা দেশের প্রায় ৩০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান বন্ধ রয়েছে। বিষয়টি বর্তমানে ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবক মহলকে দারুণভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পড়াশুনায় উৎসাহ প্রদান, মেধার বিকাশ ও তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে বৃত্তি প্রদান ও বৃত্তি পরীক্ষার সূচনা করা হয়েছিল বৃটিশ আমল থেকেই। কিন্তু বৃত্তি পরীক্ষা অব্যাহত রাখা হলেও বৃত্তি প্রদান গত প্রায় দু'বছর যাবত বন্ধ থাকায় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ ও প্রতিযোগিতায় ভাটা পড়েছে। বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে এ ধারা দীর্ঘস্থায়ী হলে মেধা বিকাশে বিচ্যুতি ঘটতে পারে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

১৯৯০ সালের জুন মাসে বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রকল্পটির মেয়াদ শেষ হলে তখন থেকেই পঞ্চম শ্রেণী, অষ্টম শ্রেণী ও এসএসসি এবং এইচএসসি'র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান বন্ধ করে দেয়া হয়। এ পর্যায়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বৃত্তি ও উপবৃত্তি বিষয়টিকে প্রকল্পের পরিবর্তে রাজস্ব খাতে নিয়ে আসার জন্যে সুপারিশ করলে তা অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পায়নি। এ কারণে গত প্রায় দু'বছর ধরে এ বিষয়ের সকল কার্যক্রম বন্ধ থাকে। ফলে উল্লেখিত সময় থেকে

শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

বৃত্তি প্রদান বন্ধ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এইচএসসি'র ১৫০টি, এসএসসি'র ২৫০টি, অষ্টম শ্রেণীর ১৬৪৩টি এবং প্রাইমারীর ২৩০৫টি মেধা বৃত্তিসহ এইচএসসি'র ৩২৫০টি, এসএসসি'র ৪৫০০টি, অষ্টম শ্রেণীর ৪৬৫৮টি এবং প্রাইমারীর ৯৫০০টি বৃত্তিধারী ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তির টাকা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

এমতাবস্থায় বৃত্তিপ্রাপ্ত দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীরা পড়েছে দারুণ বিপাকে। এদের শিক্ষা জীবন হচ্ছে বাধাগ্রস্ত।

জানা গেছে, বৃত্তির বিষয়ে অনিশ্চিত পরিস্থিতির দরুন গত ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত বৃত্তি পরীক্ষায় অনেক ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেনি। এও জানা গেছে যে, বৃত্তির অনিশ্চয়তার কারণে কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট থেকে বেতনও আদায় করছে। অথচ নিয়ম অনুযায়ী বৃত্তিপ্রাপ্তরা সরকারী বৃত্তির টাকা পাক আর নাই পাক তাদের নিকট থেকে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতন আদায় করার কথা নয়। এদিকে দীর্ঘদিন যাবত বৃত্তির টাকা না পাওয়ার ফলে ক্ষোভে গত ডিসেম্বর মাসে বেশ কিছু মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক এ সংক্রান্ত কাগজপত্রে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দেয়ার মত দুঃখজনক ঘটনাও ঘটেছে।

এমতাবস্থায় চলতি অর্থ বছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ১৯৯১-৯৫ সালের জন্যে বৃত্তি ও উপবৃত্তির নতুন প্রকল্প প্রণয়ন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তা অনুমোদনের জন্যে পাঠালে তা 'একনেক' কর্তৃক অনুমোদিত হলেও কবে নাগাদ তা ছাত্র-ছাত্রীদের ভাগ্যে জুটবে সে বিষয়েও সংশ্লিষ্ট বিভাগ নিশ্চিত নয়। সংশ্লিষ্ট মহল ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান বন্ধ থাকার জন্যে শিক্ষা ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘসূত্রতাকে দায়ী করছে। অভিজ্ঞজনদের মতে, বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রকল্পের মত একটি জরুরী বিষয়ে উভয় মন্ত্রণালয়কে আরো সচেতন হওয়া প্রয়োজন।